দৈনিক সংবাদ

তারিখ ...2.2 APR. 1996
পৃষ্ঠা 8 কলাম ১

হলের খাবারে বিষক্রিয়া

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মুহসীন হলের যেসব আবাসিক ছাত্র গত শুক্রবার রাতে হলের ডাইনিং-এ খেয়েছিলেন, তাদের অধিকাংশ ঐদিন রাতেই কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে 'ফুড পয়জনিং'-এ আক্রান্ত হন। শত শত ছাত্র একই সঙ্গে অসুস্থ হয়ে পড়লে; পাতলা পায়খানা, বমি ইত্যাদি শুরু হলে হলজুড়ে এক ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে হল প্রভোস্ট ছুটে আসেন। অসুস্থ ছাত্রদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন। বিষক্রিয়া থেকে বেঁচে যাওয়া ছাত্র এবং পার্শ্ববর্তী হলের ছাত্ররা এগিয়ে আসেন। অসুস্থ ছাত্রদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় স্বাস্থ্য কেন্দ্রে একটি অস্থায়ী ক্যাম্প খোলা হয়। কয়েকজন ছাত্রের অবস্থা গুরুতর হয়ে পড়ায় তাদের মহাখালি কলেরা হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। উপাচার্য হল পরিদর্শনে আসেন। শত শত ছাত্র অসুস্থ হয়ে পড়ার কারণ অনুসন্ধানের নির্দেশ দেন।

মুহসীন হলের খাবার পানি এবং ঐ বেলার খাবার পরীক্ষা করা হয়েছে। পানিতে উল্লেখযোগ্য কোন ক্ষতিকর জীবাণু পাওয়া যায়নি। তবে রান্না করা পুঁইশাক বিষাক্ত হয়ে পড়েছিল বলে জানা গেছে। ঐ শাক-তরকারি খেয়েই নাকি ছাত্ররা বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়। ভাগ্য ভালো বলতে হবে, এজন্য কোন ছাত্রের মৃত্যু ঘটেনি। ডাক্তাররা জানিয়েছেন, আক্রান্তদের মৃত্যুর ঝুঁকিও নাকি কেটে গেছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের হলগুলোর ডাইনিং-এ পরিবেশিত খাবারের মান মোটেই সন্তোষজনক নয়। যেসব উপাদান দিয়ে রান্না করা হয়, যে পরিবেশে যেসব হাঁড়িপাতিল ব্যবহার করা হয়, যেভাবে ভাত-তরকারি সংরক্ষণ করা হয় এবং যেভাবে খাবার গ্রহণ চলে তা যে কোন মতেই স্বাস্থ্যসম্মত নয়, একথা কে না জানে।

এর আগেও বেশ কবার কয়েকটি হলে ডাইনিং-এর খাবার খেয়ে ছাত্রদের ডায়রিয়া, পেটের ব্যথা ইত্যাদিতে আক্রান্ত হবার খবর পত্রপত্রিকায় এসেছিল। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের যারা হলের ছাত্রছাত্রীদের খাবার-দাবারের বিষয়টির তদারকি করেন, তাদের উচিত ছিল ঐসব ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক ছাত্রছাত্রীদের খাদ্যদ্রব্যের মান এবং তাঁদের স্বাস্থ্য পরিস্থিতির ওপর দু'একটি জরিপও পরিচালিত হয়েছে বলে মনে পড়ে। সেগুলোর প্রাপ্ত তথ্যাদিও মোটেই সুখকর ছিল না। মুহসীন হলের গত শুক্রবারের 'ফুড পয়জনিং'-এর ঘটনা মূল্যবান জীবনহানিও ঘটাতে পারতো। আমরা আশা করছি শুধু সংশ্লিষ্ট হল কর্তৃপক্ষ নয়, সকল হল কর্তৃপক্ষই ডায়নিং-এ পরিবেশিত খাবারের গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করতে এগিয়ে আসবেন।

বিগত বিএনপি সরকার আমলের শেষদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলের খাবারের মান উন্নয়নের জন্য প্রধানমন্ত্রী কিছু অর্থ বরাদ্দ করেছিলেন। তাতে ডাইনিং-এ খাবারের মান মোটেই উন্নত হয়নি। এখন দেখা যাচ্ছে আবাসিক ছাত্রদের খাবার নিরাপদও নয়। বিপুলসংখ্যক মানুষের খাবার যেখানে একত্রে রান্না করা হয়, সেখানে খাবার যাতে কোনভাবেই বিষাক্ত হয়ে না পড়ে কিংবা নষ্ট হয়ে না যায়, তা নিশ্চিত করা একান্ত প্রয়োজন।